০২-১০-১৮ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখন পূজারী থেকে পূজ্য, বেগার থেকে প্রিন্স হচ্ছ, তাই তোমাদের খুশীতে নৃত্য করা উচিত, কখনো ক্রন্দন করা উচিত নয়"

প্রশ্ন :-- অবিনাশী জ্ঞান রত্নের বর্সায় বিত্তবান বানানোর জন্য বাবা তোমাদের কোন্ বিষয়ে নিজের সমান করেন ?

উত্তর :-- বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমি যেমন 'রূপ বসন্ত' তেমনি তোমাদেরও 'রূপ বসন্ত' হতে হবে। যে অবিনাশী জ্ঞান রত্ন তোমরা পেয়েছো, তা ধারণ করে মুখের দ্বারা দান করো । এই মহাদানেই ভারত বিত্তবান হবে । তোমরা বাচ্চারা যেমন বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্সা নিচ্ছ, তেমনই তা অন্যদেরও দাও । তোমাদের দায়িত্ব হলো সবাইকে পথ বলে দেওয়া, সুখদায়ী হওয়া ।

গীত :-- ন্যায়ের পথে চলে দেখাও বাচ্চারা তোমরা.....

ওম্ শান্তি । এই গীত তোমাদের ক্ষেত্রেও যেমন প্রযোজ্য তেমনই কংগ্রেসের ক্ষেত্রেও, কেননা তারাও তো অনেক সহ্য করে ইংরেজের কাছ থেকে ভারতকে মুক্ত করেছে । তাই এই গীত রচিত হয় সেই খুশীতে । মানুষ তো আনন্দ করতেই থাকে, কিন্তু যতই করুক, দুনিয়ার তো পরিবর্তন হয় নি । এ তো সেই পুরানো দুনিয়া । বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, আমরা শ্রীমতে চলে এই দুনিয়াকে পরিবর্তন করছি । ওরা শ্রীমত বলবে না । শ্রীমত হলোই এক ভগবানের । তোমরা এখন বাবার শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ শ্রীমতে চলছো। ওরা আবার শ্রীকৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে । এখন বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, এ হলো শ্রী শিববাবার মত । কৃষ্ণকে বাবা বলা শোভা পায় না । এ হলো শ্রী শিববাবার মত । শ্রীকৃষ্ণ বাবার মত - এ কথা তো বলবে না । তোমরা এই ভারতকে আবার পবিত্র বানাচ্ছো । ভারত খন্ডই হলো মুখ্য কারণ এ হলো বেহদের বাবার জন্মভূমি । সম্পূর্ণ দুনিয়ার মনুষ্য মাত্রেরই যিনি বাবা, অর্থাৎ যিনি সবার সদগতিদাতা, এ তাঁরই জন্মভূমি । একেই সর্বোত্তম তীর্থ বলা হয়, এর থেকে উঁচু তীর্থ আর কিছুই নেই । গীতায় কিন্তু নাম পরিবর্তন করে দিয়েছে । এই ভারতবাসীরা নিজেরাই জানে না যে, ভারত হলো বেহদের বাবার জন্মভূমি । ভারতে শিবরাত্রি পালন করা হয় কিন্তু এ কথা কেউই জানে না যে, শিব কে ? তিনি কবে এসেছিলেন ? তাঁর নাম - রূপ কি ? তোমরা এখন তা জেনে গেছো । এখন শিবলিঙ্গে সাদা স্টার দেখানো হয় যাতে মানুষ পরিস্কার বুঝতে পারে যে পরমাত্মার হলো এই রূপ, কিন্তু পূজা আদি কিভাবে করা যাবে তাই এই বড় রূপ বানানো হয়েছে । আসলে কিন্তু শিব হলেন স্টার । বাবা আবার জহুরীও । বাবা জানেন যে, এমন পাথরও আছে যাকে স্টার রুবি, স্টার ফাইন মাণিক, স্টার নীলা ইত্যাদি বলা হয় । সেগুলো অতি মূল্যবান । তিনি খবরের কাগজেও পড়েছিলেন, সবথেকে বড় মণি অমুক জায়গা থেকে চুরি হয়ে গেছে । তাই এই শিবলিঙ্গ লাল তো বটে, এর মাঝে সাদা স্টার, লাইটের স্টার । এ কথা বোঝাতে খুব সহজ হবে । স্টার তো সাদা হয়, তাই না । আত্মারও সাদা স্টারের সাক্ষাৎকার হয় । জিনিস তো এই । কেবল স্টার চিন্তা করতে হবে । আর কিছু লেখার দরকার হবে না । তাহলে বোঝাতে খুব সহজ হবে । নীচে তো এই কথা লেখাই হয়, স্বর্গের রাজত্ব তোমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার, কেননা ইনিই তো হেভেনলি গড ফাদার । তাই এই স্টারে আলো দিতে হবে । বাবা এখন নির্দেশ দিচ্ছেন । চট করে এই কাজ করে নেওয়া উচিত । এমন পাথরও আছে যাতে ফার্স্টক্লাস স্টার দেখায় ।

এখানে তাদের অনেক মূল্য । এরপর সত্যযুগে তো এইসব জিনিসের কোনো মূল্য থাকবে না । ওখানে তো এই জহরতকে পাথর মনে করা হবে, মানুষ মহলে লাগাতে থাকবে । এই দুনিয়ার এখন পরিবর্তন হচ্ছে । বাচ্চারা তোমরা জানো যে, আমরা স্বর্গের মালিক হওয়ার জন্য বাবার থেকে অবিনাশী বর্সা নিচ্ছি, পড়ছিও । যে যতো বেশী পড়বে সে তাতো উঁচু পদ পাবে । পড়তেও যেমন হবে তেমনি পড়াতেও হবে, অর্থাৎ নিজের মতো তৈরী করতে হবে তবেই উঁচু পদ পেতে পারবে । বাচ্চারা মনে করে, আমরা ব্রাহ্মণ, আমাদের প্রকৃত যাত্রা শেখাতে হবে । প্রত্যেককে বাবার পরিচয় দিতে হবে । কোনো মানুষই বাবাকে জানে না । বাবা তো একজনই । বাকি সকলেই নিজের নিজের পার্ট পেয়েছে । এক আত্মার পার্ট অন্য আত্মার সঙ্গে মেলে না ।আত্মা তো অবিনাশী, তার রূপের কোনো তফাৎ হয় না । শরীরের তফাৎ হয় আর প্রত্যেক আত্মার পার্টের তফাৎ হয় । প্রত্যেক আত্মা যারা স্টার লাইট, তাতে অবিনাশী পার্ট ভরা আছে । অবিনাশী পার্ট । এ কথা তোমরাই জানো পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে । আত্মার সম্বন্ধে যেমন গাওয়া হয়, ভ্রুকুটির মধ্যে আজব তারা । অদ্ভুত তাই না । কত ছোটো তারা, তারমধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা আছে । এই কথা যখন মানুষ শুনবে তখন তারিফ করবে যে, বরাবর এদের পরমাত্মা পড়ান । তোমাদের তো সবাইকে পড়াতে হবে । যদি খ্রীস্টানরা ইংরাজী জানে, তোমরা হিন্দিতে বলো, তারপর দোভাষী ইংরাজীতে শুনিয়ে দেবে । ওদের কাছে দোভাষী থাকে । বাবার পরিচয় তো দিতেই হবে । বাবা যেমন দুঃখহর্তা সুখকর্তা, বাচ্চারা তোমাদেরও তেমন হতে হবে । প্রত্যেককে পথ বলে দিতে হবে । অন্যদেরও সুখী করা --- এ বাচ্চারা তোমাদেরই দায়িত্ব । তোমরা নিজেরা বাবার থেকে এত অবিনাশী বর্সা নিচ্ছো, তো অন্যদেরও তো দিতে হবে । এ হলো মহাদান । এই এক একটি কথার মূল্য লাখ টাকার । শাস্ত্রের কথা যদি লাখ টাকার হতো তাহলে ভারত এমন কাঙ্গাল কেন হতো ?

তাই বাচ্চারা তোমাদের বুঝতে হবে যে, তোমাদের বাবার পরিচয় দিতে হবে, তিনিই পরম আত্মা । তিনি রূপও আবার বসন্তও, কিন্তু তিনি অবিনাশী জ্ঞান রত্নের বর্সা কিভাবে করবেন ? অবশ্যই তাঁর শরীরের প্রয়োজন । তাই বাবা এসে বাচ্চারা তোমাদের অর্থাৎ তোমাদের আত্মাদের রূপ - বসন্ত বানান । এই অবিনাশী জ্ঞান রত্নের ধারণা করতে হবে । মুখের দ্বারা এই জ্ঞান রত্নের দান দিতে হবে, যেই রত্নের কেউই মূল্যায়ন করতে পারে না । এর উপরও একটি কাহিনী আছে । তাই এই ধারনা করা উচিত । বলা হয় তো, শিববাবা বোম বোম ভোলানাথ --- ঝুলি ভরে দাও । এই অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দ্বারা ঝুলি ভরতে হবে । এরপর তোমাদের মহল তো ওখানে হীরে জহরতের হবে । তাই এ কথা প্রত্যেককে বুঝিয়ে বলতে হবে । বাবা যেখানে থাকেন তা হলো নির্বাণধাম অথবা মুক্তিধাম । বুদ্ধ ইত্যাদির জন্য বলা হয় যে পার নির্বাণ গিয়েছেন । তাই সে তো সবারই নিজের ঘর হলো । সে হলো বাবারও ঘর । বাবা এখন এসেছেন সবাইকে নিয়ে যাবার জন্য । তিনি আমাদের অথৈ সম্পদ দিচ্ছেন । তাই বাবার পরিচয় তোমরা দেবে না তো কে দেবে ? বাবা বলেন যে, এ সবই হলো দেহের ধর্ম - আমি খ্রীস্টান, আমি অমুক । এই সমস্ত কিছু ত্যাগ করে আমাকে (বাবাকে) স্মরণ করো । যাঁকে তোমরা ভক্তিমার্গে স্মরণ করে এসেছো । গায়নও আছে যে - অন্ত মতি সেই গতি । গ্রন্থেও তো আছে - অন্তকালে যে স্ত্রীকে স্মরণ করে -- এখন কুকুর বা শূকর তো হতে পারবে না । তবুও জন্ম তো পাওই । বাবা বলেন - তোমরা দেহী-অভিমানী হও, আমাকে স্মরণ করো । তোমরা তোমাদের বাবাকে আর নিজের ঘরকে ভুলে গেছো । এখন নাটক সম্পূর্ন হয়ে এসেছে, আবার তা রিপিট হবে । ইসলামী, বৌদ্ধ, খৃস্টান সবাই নিজের নিজের পার্ট রিপিট করে এসেছে । এই নাটক অনেকবার রিপিট হয়ে এসেছে । এর কোন আদি বা অন্ত নেই ।

ড্রামার তো আদি বা অন্ত থাকে । আবার রিপিট হতে থাকে অটোমেটিক্যালি । এ কথা যারা বুঝতে পেরেছে তাদের অন্যকেও বোঝাতে হবে যে, তোমরা এসে বাবাকে জানো । বাবাকে না জানার কারণে মানুষ অনাথ হয়ে গেছে । এখন মনে করো যে, পোপ বললেন, তোমরা লড়াই করো না, তাহলে ওরা থোড়াই মানবে । খ্রীস্টানদের বড় হলেন পোপ । তিনি সকলের গুরু । তাহলে গুরুর মতে কেন চলে না ? এরা কারোর কথাই শুনবে না । বাবা এসেই মত দেন, তাই সবাইকে বোঝাতে হবে । ধীরে ধীরে সব ধর্মের মানুষ শিখবে । প্রথমে তোমরা সিক্কিরাই ছিলে, এখন সবাই আসতে শুরু করেছে । খৃস্টানদেরও বাবার পরিচয় দেওয়া উচিত যাতে তারাও বাবার অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা নেওয়ার অধিকারী হয় । এতে পরিশ্রান্ত হওয়া উচিত নয় । এই প্রদর্শনী তো খুব জোরে চলবে । সেবা পরায়ণ বাচ্চাদের উপর সেবার অনেক দায়িত্ব । তাঁরাই বাবার হৃদয়ে বিরাজ করবে তারপর সিংহাসনের অধিকারী হবে । তোমাদের মহাদানি হতে হবে তারপর বাবাকে স্মরণ করতে হবে । ওরা দ্বিতীয় জন্মের জন্য ইনসিওর করে । ঈশ্বরের কারণে বা কৃষ্ণের জন্য দান করে । বাস্তবে কৃষ্ণ তো হলেন বিত্তবান, তিনি তো দান নিয়েছেন, বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্সা নিয়েছেন । স্বর্গের প্রিন্স যখন হয়েছেন, তাহলে যিনি স্বর্গ স্থাপন করেন, তাঁর থেকে অবশ্যই অবিনাশী বর্সা নিয়েছেন, কিন্তু তা কিভাবে নিয়েছেন ? এ কথা কারোর বুদ্ধিতে বসে না । বাবা কৃষ্ণকেও আশীর্বাদী বর্সা দিয়েছেন । এই বর্সাকেও দান বলা হয় । যেমন কন্যাদান করে । বাবা এখন বলছেন, আমি তোমাদের অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান করতে এসেছি, এর জন্য ব্যবস্থা করতে হবে । যদিও বা খরচসাপেক্ষ কিন্তু কোনো ক্ষতি নেই । আমার কাছে বাচ্চারা তো সাক্ষাৎকার করেছে । ইব্রাহিম, বুদ্ধ, ক্রাইস্ট ইত্যাদি বড় বড় আত্মারা অন্তিম সময়ে আসে । অবশ্যই শুনবে তবেই তো পদ পাবে তাই না । বাচ্চাদের তো খুশী হওয়া উচিত, তাই না । খ্রীস্টানদের ভারতের সঙ্গে অনেক সম্পর্ক । তারা রাজত্বও নিয়েছিলো আবার ফেরতও দিয়ে দিয়েছে । তারা ভারতকে খুব সামলে রাখতো । ভারতের উপর যদি কেউ চড়াও হয় তো সেই সব অর্থ নষ্ট হয়ে যাবে । তারা ভারতের উপর অনেক খরচ করেছে । এই সমস্ত কিছুই নানাভাবে নষ্ট হয়ে যাবে, এই কারণেই তারা ভারতকে নানাভাবে রক্ষার চেষ্টা করে । এদের তো সাহায্যেরও দরকার আর রিটার্নেরও প্রয়োজন । তাদের তো রক্ষা করতেই হবে । বাবা জানে যে, ভারত গরীব তাই ওখান থেকেও সাহায্য করান আর নিজে এসেও সাহায্য দিচ্ছেন । এখন ওরা সাহায্য করছে আর ভবিষ্যতের জন্য বাবা সাহায্য দেবেন । তাই খুব ভালো হয় যে, একটি মন্ডপ বানিয়ে সেখানে যদি সব খ্রীস্টানদের নিমন্ত্রণ দেওয়া হয় । কত ভালো ভালো চিত্র আছে, এতে সমস্ত জ্ঞান আছে । দিনে দিনে বুদ্ধির তালা খুলতে থাকবে ।

তোমরা জানো যে, ছোটো আত্মার মধ্যে কত বড় পার্ট ভরা আছে । সায়েন্টিস্টরাও এই বিষয়ে আশ্চর্য হয়ে যাবে । সায়েন্টিস্টরাও মনে করে কেউ আমাদের প্রেরণা দেয় । বিনাশ তো অবশ্যই হবে । এ ড্রামাতেই নিহিত আছে । শঙ্করের কোনো কথা নেই । এ তো নিমিত্ত করে নাম রেখে দিয়েছে । প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও হতে হবে । এই কথা শুনলে ওরা খুব খুশী হবে, তোমাদের অনেক ধন্যবাদ দেবে । বিদেশীরা অনেকে আসবে । তোমরা ঘরে বসে থাকলেও তোমাদের কাছে তারা আসবে । তাই তোমাদেরও তাদের দান করতে হবে । আমাদের কাছে তারা অনাথ এবং কাঙ্গাল । সম্পূর্ণ দুনিয়ায় ছেলেমেয়েরা অনাথ যেহেতু তারা বাবা মায়ের পরিচয় কেউ জানে না । তোমরা এই বিশ্বের মালিক হও । তাই সার্ভিসের নেশা থাকা উচিত । তারও দেওয়া হয় যে তোমরা এসে বোঝো, বাবা এসেছেন সমস্ত আত্মাদের নিয়ে যেতে । আত্মারা খুশী হয়, বরাবর এখন নাটক সম্পূর্ণ

হয়েছে, এখন বাবা এসেছেন নিয়ে যেতে । তারপর আমরা সুখধামে যাবো । আমরা অর্ধেক কল্প পূজারী হয়ে বাবাকে স্মরণ করেছি । এখন আবার আমাদের পূজ্য হতে হবে । তাই আমাদের খুশীতে নৃত্য করা উচিত । খুশী না হলে আবার কাঁদতে থাকে । যারা কান্নাকাটি করে তারা সব হারিয়ে ফেলে । হ্যাঁ, এমন সুখদানকারী বাবার স্মরণে যদি চোখে জল আসে, তাহলে তারা মালার দানা হয়ে যাবে । বাবার শ্রীমতে তোমরা শ্রেষ্ঠ হবে । এই বাবাও বলেন, প্রতি পদে বাবার শ্রীমতে চলতে হবে । এই শ্রীমতই হলো শ্রেষ্ঠ । এই পড়া অনেক উঁচু । মানুষ যখন তীর্থে যায় তখন অনেক অসুবিধার মুখোমুখি হতে হয় । আগে তো মানুষ পায়ে হেঁটে যাবো, এখন গভর্নমেন্ট অনেক সহজ করে দিয়েছে । তাই বাবা বোঝান যে, তোমাদের প্রতি পদে শ্রীমতে চলতে হবে । সাবধানে চড়লে বৈকুন্ঠের রস খাবে আর পড়ে গেলে চুরমার হয়ে যাবে । প্রতি পদে তোমাদের রায় নিতে হবে । তোমরা চিঠি লেখো – শিববাবা ভায়া ব্রহ্মা অথবা ব্রহ্মাকুমারী, তাহলে শিববাবা স্মরণে আসবে । অনেক বাচ্চারা লিখতে ভুলে যায় । একদিন সকলের বুদ্ধির তালা অবশ্যই খুলে যাবে । বাচ্চাদের সেবার অনেক নেশা থাকা উচিত । অনেক সেবা করতে হবে । এও এই নাটকেই লিপিবদ্ধ আছে । অর্থ নিজে থেকেই আসবে । অনায়াসেই সবকিছু হতে থাকবে । বাবা বলেন যে – তোমাদের তিন পদ পৃথিবী পাওয়াও খুব মুশকিল কিন্তু আগের কল্পেও তোমরা ভারতকে স্বর্গ বানিয়েছিলে ।

আচ্ছা, তোমরা তো অনেক বোঝাও, তোমাদের ধারণাও আছে । অনেক বেশী খেয়ে নিলে হজম হয় না । প্রদর্শনীতে তো অনেকেই আসে কিন্তু একজনও নিশ্চিত হয় না যে, এদের পড়ান বা রাজযোগ শেখান বাবা । প্রথম – প্রথম এই বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে । তোমরা বোঝাতে পারো যে – এ হলো প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার – ব্রহ্মাকুমারী । রচয়িতা হলেন এক পরমপিতা পরমাত্মা । সেই বাবার থেকেই অবিনাশী বর্সা পেতে হবে । যতক্ষণ না বাবার সন্তান হচ্ছো ততক্ষণ আশীর্বাদী বর্সা পেতে পারবে না । ভক্তদের ফল দেন বাবা । এত সব ব্রহ্মাকুমার – কুমারী আছে । প্রজাপিতা ব্রহ্মাকেও ক্রিয়েটর বলা হয় । এখন নতুন দুনিয়ার রচনা হচ্ছে । ভগবান উবাচঃ – আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই । আচ্ছা ।

মিষ্টি – মিষ্টি লাকী নক্ষত্রের প্রতি জ্ঞান সূর্য, জ্ঞান চন্দ্রের স্মরণ – ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) বাবার হৃদয় আসনে বিরাজ করার জন্য সেবার দায়িত্ব নিতে হবে । অবশ্যই মহাদানি হতে হবে । জ্ঞান দানে কিছু খরচা হলেও সমস্যা কিছু নেই ।

২). পড়া অনেক উচ্চ, তাই অনেক সাবধানের সঙ্গে চলতে হবে । প্রতি পদে শ্রীমত নিতে হবে ।

বরদান :-- ভ্রুকুটি কুটিরে বসে অন্তর্মুখীতার রসপান করে প্রকৃত তপস্বীমূর্ত ভব

যে বাচ্চারা নিজের বাণীকে নিয়ন্ত্রণ করে শক্তি আর সময় জমা করে নেয়, তাদের স্বতোই অন্তর্মুখীতার রসের অনুভব হয় । অন্তর্মুখীতার রস আর শব্দ বা বাণীর রস – এতে রাতদিনের

তফাৎ । অন্তর্মুখী সর্বদা ভ্রুকুটি কুটিরে তপস্বীমূর্তের অনুভব করতে পারে । তারা ব্যর্থ সংকল্প থেকে মনের মৌনতা আর ব্যর্থ বাণীর থেকে মুখের মৌনতা বজায় রাখে, তাই তাদের অন্তর্মুখীতার রসের অলৌকিক অনুভব হয় ।

স্লোগান :-- যে সকল রহস্যকে জেনে প্রতিটি পরিস্থিতিতে খুশী থাকে - সে-ই 'জ্ঞানী তু আত্মা ।